Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform
Brief
ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যা ১

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সুশাসন ও গণতন্ত্র মূল চাবিকাঠি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নিয়ামক হবে সুশাসন ও গণতন্ত্র। বাংলাদেশকে এসডিজি অর্জন করতে হলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সকল কার্যক্রমেই দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে না পারলে এসডিজি অর্জন দুরূহ হয়ে পড়বে। অভীষ্ট ১৬ অর্জনে সফল হলে অন্যান্য অভীষ্টসমূহ অর্জন অনেকাংশেই সহজ হয়ে পড়বে। আর সে কারণেই অভীষ্ট ১৬ – যা 'শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠা করতে চায় – তাকে পুরো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট মুকুটের 'মণি' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

অভীষ্ট ১৬ অর্জনে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

অভ্যন্তরীণ নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক নীতি কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন না আনতে পারলে এসডিজি অর্জন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অভীষ্ট ১৬-এর অন্তর্গত তিনটি দিক – শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার এবং সুশাসন – প্রতিটিই উন্নয়নের অন্যান্য সূচকের সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে এ সকল চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে অভীষ্ট ১৬ অর্জনের পথে অগ্রসর হতে হবে।

১ ধারণাগত ও সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা

জাতিসংঘ বর্ণিত অভীষ্ট ১৬-এর সাথে জড়িত সকল ধারণাগত বিষয়সমূহ বাংলাদেশের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে সরকারকে একটি ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। যেমন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনকে অবহেলা করা হয়, তবে তা বাংলাদেশের সকল মানুষের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে না। বাংলাদেশের জন্য এসডিজি ১৬-র বিভিন্ন লক্ষ্য ও সূচকসমূহের ধারণাগত এবং সংজ্ঞাগত বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করা জরুরি। তাই এক্ষেত্রে সময়োপযোগী অগ্রাধিকার ঠিক করার সুযোগ রয়েছে।

২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সমন্বয়

অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন পড়বে। এ সমস্ত মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের কাজ মসৃণ ও সংহতভাবে করার কর্তৃত্ব ও সক্ষমতা রয়েছে এমন একটি নেতৃত্বদানকারী সংস্থা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এসডিজি-র লক্ষ্য অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের একটি ম্যাপিং করেছে। এই ম্যাপিং অনুসারে অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন প্রণয়ন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ,

এবং তথ্য মন্ত্রণালয়। এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হবে এখন সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

৩ তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণা

বাংলাদেশে তথ্য প্রাপ্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর জন্য প্রস্তাবিত সূচকসমূহের একটি বড় অংশের জন্য প্রস্তুতকৃত তথ্য ও উপাত্ত নেই। বেশ কিছু সূচকের জন্য ধারণাগত তথ্যের প্রয়োজন হবে। যেহেতু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়) মতামত জরিপ পরিচালনা করে না, সেক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ এই ধরনের উপাত্তগুলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিকল্প উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। বেসরকারিভাবে করা জরিপে নানা ধরনের পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাগুলো কীভাবে দূর করা যায় এবং আরও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কীভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করা যায় তা বিবেচনা করতে হবে।

৪ জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ

অভীষ্ট ১৬-এর পরিধি যেহেতু অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত, তাই বাংলাদেশে এর বাস্তবায়ন করতে হলে শুধুমাত্র সরকারের একার প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। এর জন্য সকল জনগণের নীতি প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। বাংলাদেশে ২০৩০ এজেন্ডা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের আলোচনায় নীতি-সঙ্গতি রক্ষা, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, একাডেমিক, মিডিয়া এবং উন্নয়ন অংশীদারদের নিয়ে গড়া একটি কার্যকরী বহু-অংশীজন প্রক্রিয়া স্থাপনের ওপর বারবার জোর দেয়া হচ্ছে। অভীষ্ট ১৬ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এর নিজস্ব সংজ্ঞাগত কারণেই জবাবদিহিতা ও সকলের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখার সুযোগ রয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব বহন করে।

৫ রাজনৈতিক সদিচ্ছা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও অভীষ্ট ১৬-এর বেশ কিছু লক্ষ্য দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে। বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরকে উদ্যম ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, আধুনিকীকরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত অর্থায়ন দিতে হবে।

সুপারিশসমূহ

- অভীষ্ট ১৬-এর অন্তর্ভুক্ত শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতীয় প্রাধিকারগুলো নির্ধারণ করে বাংলাদেশের জাতীয় নীতি কাঠামোতে লক্ষ্যসমূহের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে হবে।
- বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমন্বয় সাধন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে নির্ধারিত প্রাধিকারগুলো সংযুক্ত করতে হবে।
- বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, একাডেমিক, মিডিয়া এবং উন্নয়ন অংশীদারদের নিয়ে গড়া একটি বহু-অংশীজনভিত্তিক পদ্ধতিতে জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বাস্তবায়ন পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত গতি আনয়নে সকল রাজনৈতিক পক্ষকে অঙ্গীকারবদ্ধভাবে জোরালো রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন দেখাতে হবে।

সংলাপ তথ্য

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ গত ২৮ জুলাই ২০১৬ রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে "বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চ্যালেঞ্জসমূহ" শীর্ষক এক সংলাপের আয়োজন করে। ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি। ড. শামসুল আলম, সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সংলাপে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। বিশিষ্ট আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং সভাপতি, এপেক্স গ্রুপ; খুশী কবির, সমন্বয়ক, নিজেরা করি; এবং ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)।

সংলাপে অংশ নেন সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব এম সাইদুজ্জামান, সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক জনাব বদিউল আলম মজুমদার, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, ব্যবসায়ী সেলিমা আহমাদ, দৈনিক প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক সোহরাব হাসান সহ আরো অনেকে।

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এবং নিউএজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আসিফ ইব্রাহিম। সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির রিসার্চ ফেলো জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্ল্যাটফর্মটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ৪০টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

সচিবালয়: **সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা**
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: bdplatform4sdgs@gmail.com

Secretariat at: **Centre for Policy Dialogue (CPD), Dhaka**
Telephone: (+88 02) 9141734, 9141703, 9126402 Web: www.bdplatform4sdgs.net E-mail: bdplatform4sdgs@gmail.com